আশালতা

(রোহিত নস্কর)

আমার বড় দিদি আশালতা। সে তার নিজের পছন্দের ছেলের সাথে পালিয়ে বিয়ে করার জন্য বাবা তার সাথে সারাজীবনের মত রিলেশান শেষ করে দেয়।বিয়ের পর দিদি অনেক চিঠি দেয় আমাদের কে?তবে তার একটাও চিঠি খুলে দেখেননি বাবা।উল্টে মাকে বাবা দিব্যি দিয়ে বলেন যে তিনি বেঁচে থাকাকালীন দিদি সাথে কোন রকম রিলেশান যেন না রাখা হয়।যদি কেউ রাখে বা রাখতে চায় বাবা তার সাথেও কোন রকম রিলেশান বাখবে না।এই কথা গুলি বাবা বললেও মনে মনে ভীষন কষ্ট পেতেন তিনি।দিনের পর দিন আড়ালে বসে বাবা চোখের জল ফেলতেন তবুও নিজের সিদ্ধান্ত একটুও নড়চড় হত না।আসলে দিদিকে বাবা সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন তাই এই রকম বিয়ে মেনে নিতে পারেননি।এই ভাবে ছয় মাস কেটে যায়।তারপর আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেরাদুন ওখান থেকে ব্যাঙ্গালোর ডাক্তারি পড়তে।এই ভাবে কেটে যায় সাত-সাতটি বছর।এই সাত বছরে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে যেমন আমি কিশোর থেকে যুবক হয়েছি।আমার ছোট বোন স্বর্ণলতা এখন উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষা.দেবে এ বছর।তবে সবচেয়ে খারাপ যেটা ঘটেছে সেটা হল বাবার মৃত্যু।এইভাবে সুখ দুঃখ নিয়ে সাত-সাতটি বছর কেটে যায় আর আমি ডাক্তারি পরিক্ষা পাশ করি ভাল নাম্বার নিয়ে।

সাত বছর পর বাড়িতে ফিরলাম আমি।আমাকে দেখে মায়ের দুটো চোখ জলে ভরে যায়।আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে।এই সাত বছরে মায়ের মধ্যে ও পরিবর্তন হয়েছে কাঁচা চুলে পাক ধরেছে,চশমা পরা ধরেছে।মায়ের আদর খেতে খেতে বললাম মা তুমি তো বুড়ি হয়ে গেছো।মা বললো তা হবে না আমার খোকার বিয়ে বয়স হয়ে গেল যে।আমি বললাম মা বোন কোথায়? মা বললো পড়তে গেছে এবার চলে আসবে।সারাক্ষন শুধু এক কথা মা দাদা কবে আসবে?এবার তুই গিয়ে জামা-কাপড়টা পরিবর্তন করে নে।সারারাত গাড়িতে এসেছিস কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নে।আমি বললাম ঠিক বলেছো মা।তারপর আমি জামা-কাপড়টা পরিবর্তন করে পরিষ্কার হয়ে খাবার টেবিলে বসতেই মা খাবার বেড়ে দেয়।এরপর মা নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দেয়।এর মধ্যে স্বর্ণলতা এসে বললো বাঃ ছেলে আসতে না আসতে খাইয়ে দেওয়া আর আমাকে কোন দিন দেয় না।আমি তাকিয়ে দেখি স্বর্ণলতা কতো বড়ো হয়ে গেছে।স্বর্ণলতা আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলে কি দাদা তুমি মায়ের আদর একা একা খাবে।আমি মাকে বলাম মা তুমি ছোট বেলায় আমাদের তিন জনকে যেমন খাওয়াতে আজ ওই রকম খাওয়া ও না।মা বললো হ্যাঁ দিচ্ছি খোকা,এরপর মা আমাদের কে খাওয়াতে লাগলো।খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ মায়ের চোখে জল দেখতে পেলাম।আমি বললাম কাঁদছো কেন মা? মা বললো আজ বড্ড মনে পড়ছে মুখ-পুড়িটির কথা।আমি বললাম হ্যাঁ মা দিদির কথা আমার ও ভীষন মনে পড়ছে।আমি সাথে সাথে মা কে বললাম মা দিদি আর চিঠি দেয় না? মা বললো না রে খোকা দেবে বা কেন ও ভুল করেছে বলে একটা চিঠির উওর আমরা ও দিইনি যে তাই রাগ আর অভিমানে চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।কেমন আছে জানিও না।আমি বললাম জানো মা দিদিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে কতো বছর দেখিনি।আচ্ছা মা দিদির চিঠিগুলো তোমার কাছে আছে? মা বললো হ্যাঁ আছে।আমি বললাম তাহলে নিয়ে আসো তো চিঠিগুলো।মা গিয়ে দিদির চিঠিগুলো নিয়ে এসে আমাকে দেয়।আমি চিঠিগুলো পড়তেই মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।আমি মাকে বললাম মা দিদির বাড়ি দিয়ে একবার ঘুরে আসবো।মা বললো তুই যাবি বাবা তাহলে একবার দেখে আয় না তাহলে মুখপুড়িটা কেমন আছে।তাহলে আজই যাই মা।মা বললো আজই তো এলি খোকা এত দূর থেকে একটু বিশ্রাম নিয়ে নয় কাল যাস।আমি বললাম কিছু হবে না তার মধ্যে খুব একটা দুর ও নয় দিদি তো চিঠি পুরো ঠিকানা লিখে পাঠিয়েছে এই যে দেখো দক্ষিন ২৪ পরগনার নিশ্চিন্তপুরে দাসপাড়া।আমাদের এখান থেকে অর্থ্যাৎ রাজাবাজার থেকে বড় জোর ৩ ঘন্টা মত লাগবে।মা বললো কিন্তু খোকা তুই? আমি বললাম তুমি এই নিয়ে আর চিন্তা করো না মা চিঠির ঠিকানা দেখে ঠিক যেতে পারবো।দুপুরে খাবারটা খেয়ে মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দিদির শ্বশুর যাওয়ার পথে।প্রথমে বাসে শিয়ালদহ নামলাম তারপর নামখানা লোকাল ট্রেন ধরে নিশ্চিন্তপুর স্ট্রেশনে নামলাম এরপর ওখান থেকে অটোতে উঠলাম।ইন্দ্রনীল ভবন নাম বলতে সোজা বাড়ি সামনে নামিয়ে দিল অটোওয়ালা।মস্ত সে বাড়িটি দেখে মনে হলো জামাইবাবুরা বেশ ভালই অবস্হা। বাড়িটির বেশ বয়স ও হবে।তার প্রমান হল বাড়ির চুন সুড়কির দেওয়াল আর

কাঠের মস্ত বড়ো বড়ো দরজা-জানলা।যাইহোক আমি বাড়ির দরজার রুড়া দুই-তিন বার নাড়তেই দরজা খুললো এক বয়স্ক লোক।দেখে মনে হলো এই বাড়ির কাজের লোক।আমার দেখে গ ীর গলায় জিজ্ঞাসা করলো কে বাবু আপনি? আমি বললাম আমার নাম মেঘনাদ সেন।আশালতা সেন আই মিন আপনাদের বাড়ির ছেলে কুনাল চন্দ্রের স্ত্রী আশালতা চন্দ্রের ভাই।এই কথাটি শোনা মাত্র আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে চাকরটি দৌড়ে ঘরে ভিতর গিয়ে বাড়ির লোক জন ডেকে আনে।এই ভাবে চলে যাওয়ায় প্রথমে আমার খারাপ লাগলেও পরে বুঝতে পারি প্রথম এসেছি দিদির বিয়ের এত বছর পর হঠাৎ এসেছি তাই বোধয় একটু অবাক হয়ে গেছে তাই বাড়ি লোক জনকে আনতে গেছিলো।এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এসে বললেন কে আপনি?আমি নিজের পরিচয় দেওয়া মাত্র আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যান এবং আমার কাছে ক্ষমা চান এতক্ষন ধরে বাইরে থাকা জন্য।আমি বললাম একি ক্ষমা চেয়ে আমাকে ছোট করবেন না দয়া করে।এরপর বাড়ি সকলকে ডাকেন ভদ্রলোক এবং আমার সাথে প্রিচয় করিয়ে দেন উনি।দেখে মনে হলো একান্নবতী পরিবার আর যে ভদ্রলোক সবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন ওনার থেকে জানতে পারলাম ওনার নাম রবীন্দ্র চন্দ্র।উনি আমার দিদির দেওর।বাড়ির সবার সাথে আলাপ হলেও একজনকে কই দেখতে পেলাম তো।আমার দিদিকে।ভাবলাম দিদির হয়তো অভিমান হয়েছে আর হবে না বা কেন এত বছর পর তার সাথে দেখা করতে এসেছি।যাইহোক রবীন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা দিদি কোথায় ওকে দেখছি না তো ?উনি বললেন আপনার দিদি আর জামাইবাবু তো গত তিনদিন হলো পুরী গেছে।কথার শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল কারণ এত বছর পর এলাম দিদির সাথে দেখা করতে কিন্তু দিদিই নেই তবে এটাও ভেবে ভাল লাগছে যে দিদি খুব সুখে আছে আর বাড়ি লোক জন ভীষন ভাল সবাই।আমি ফিরতে চাইলাম কিন্তু আমাকে দিদির শ্বশুর বাড়ির লোকজন কেউ ফিরতে দিলেন।আমাকে ওনারা বললেন তোমার দিদি যদি শোনে তুমি এসে চলে গেছো তাহলে ভীষন রাগ করবে।ওনাদের জোড়াজড়িতে থাকতে হল আমাকে। এইভাবে প্রায় ১০টা অবধি চললো হাঁসি-ঠাট্টা আর গল্প।দিদির দেওরটি ছিলেন বেশ রসিক মানুষ।খেতে বসে আমি তো আবাক।আমার জন্য বিভিন্ন রকম রান্না করা হয়েছে।ওনারা আমাকে বেশ পরিপাটি করে খেওয়ালেন।এই রকম আদর যত্ন-ব্যাবহার বেশ ভাল লাগলো আমার।রাতে খাওয়া দাওয়া পর আমাকে ওনারা দিদির ঘরটি খুলে বিছানা করে দেয় রাতে শোয়ার জন্য।ঘরটিতে ঢুকে বুঝতে পারলাম ঘরটা খুব একটা ব্যাবহার হয় না তবে ওরা যে বললো দিদির ঘর।তবে এটাও হতে পারে দিদি আগে থাকতো এখন অনন্য ঘরে থাকে।আমি ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম আমি।সিগারেট ধরিয়ে ঘরের একটা জানলা কপাট খুলে দিলাম।বাইরে পূর্নিমা আলো ঘরে পড়ে সারা ঘর আলো হয়ে যায়।আমি জানলা সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে পরিবেশ দেখতে লাগলাম।পূর্নিমার আলোয় বেশ দূর অবধি দেখা যাচ্ছিল।চাঁদের আলোয় পরিবেশকে ভীষন সুন্দর করে তুলেছে।বাড়ির পিছনের পুকুরের জল যেন মুক্তোর মত চকচক করছে এবং তাকে ঘিরে বেশ কিছু লম্বা লম্বা সুপারি আর নারকেল গাছ।অনেকক্ষন এই রকম দৃশ্য দেখে ফিরে আসলাম বিছানায়।গতকাল থেকে ঠিক মত ঘুম হয়নি আমার।তাই ভীষন ঘুম পেয়ে গেল আমার।শুয়ে পড়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত ঠিক কটা হবে খেয়াল নেই হঠাৎ ঘুম ভাঙলো কারোর স্পর্শে।দেখি কে আমার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি আরে এতো আমার দিদি।আমি বললাম দিদি তুই কেমন আছিস রে?দিদি বললো ভাল না রে ভাই?জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে তোর রে?জানিস বাবাই ঠিক ছিল আজ যদি বাবার কথা শুনতাম তাহলে আমার জীবনটা নষ্ট হতো না রে ভাই।দিদির এই হেঁয়ালি আমার কিছুতেই মাথায় আসছিল না।তাই আমি কললাম প্লিজ দিদি ভাল করে বলবি কি হয়েছে ?আর হ্যাঁ তোরা কখন ফিরলি রে দিদি?দিদি বললো আমি কোথাও যাই নি।ওরা বললো তোরা নাকি পুরীতে গেছিস?দিদি মিথ্যা কথা বলেছে।আমি এইখানে এই ঘরে গত পাঁচ বছর ধরে আছি। আমি বললাম এর মানে কি?তোর দিদি যে বেঁচে নেই আর ওরা আমাকে মেরে ফেলেছে।ছোট বেলা থেকে দিদি ভীষন ভয় দেখানোর ওস্তাদ তাই হোঃ হোঃ হোঃ হেসে উঠলাম কিন্তু সে হাঁসিটা সাতে সাতে মিলে গেল,শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে।একি ঘরে দরজা তো দেওয়াই তাহলে এটা দিদি. সব সত্যি কথা বলছে।আমার মাথা ঘুরতে লাগলো দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে গেল সাথে সাথে।আমি কি বলবো আর কি করবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।আমার গলা

ধরে গেছে,সারা শরীর আমার থর থর করে কাঁপতে থাকে আর অনর্বত দু-চোখ দিয়ে অঝরে চোখে জল পড়তে থাকে।তবুও জিজ্ঞাসা করলাম কি কে হয়ছে এসব ।দিদি বললো-বিয়ের তিন বছর পরও আমাদের কোন বাচ্ছা না হওয়ায় কুনালের বাবা,মা ও কুনাল নিজে দ্বিতীয় বার বিয়ে করবে বলে ঠিক করে আর আমাকে ওরা ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে।আমি রাজি না হওয়ায় ওরা আমার উপর প্রতিদিন চড়াও হত।যখন তা আমি বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইনি দেখে কুনাল তার বন্ধুদের রাতে অন্ধকারে আমার ঘরে ঢোকাতো এবং পাড়ার লোক ডেকে এনে তাদের দেখিয়ে বলতো এই দেখুন আপনারা আশালতা কেমন নষ্টা মেয়ে।আমি বাড়িতে নেই সেই সুযোগে ও পর-পুরুষ ঘরে ঢুকিয়েছে।আমি প্রতিদিন এই বাড়িতে নরক যন্ত্রনা সহ্য করতাম,অনেক বার ভেবেছি বাড়ি ফিরে যাবো।কিন্তু সে পথটা যে আমি নষ্ট করেছি।বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নি আমি ভাই।আমার মৃত্যু পর কাউকে না জানিযে ওর বাড়ির লোক আর বন্ধুরা মিলে আমাকে বাড়ির পিছনে পুঁতে দিয়েছে আর পাড়ার সবাইকে বলেছে আমি পর-পুরুষের সাথে পালিয়েছি।এতক্ষন ধরে দিদির মুখে কথা গুলো শুনে নিজেকে ঠিক রাখতে পাচ্ছিলাম না।আমি বললাম ওদের কাউকে ছাড়বো না বলে দরজা খুলে নিচে যেতে গেলাম দিদি আমাকে আটকালো আর দিদি বললো না ভাই এই ভুল কাজটা করিস না ওদের এখানে প্রচুর নাম ডাক।এই ভাবে তোর কথা কেউ বিশ্বাস করবেনা।তাই তোকে ভেবে চিন্তে সব কাজ করতে হবে।আমি যদি মনে করতাম অনেক আগে এদের মেরে বদলা নিতে পাড়তাম।এতে ওরা সবার কাছে ভাল হয়েই থাকবে।আমি চুপ করে শান্ত হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষন।কেউ কোন কথা বললাম না কোনো।এই দিকে ভোর হয়ে গেছে পাখিদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে এবং খোলা জানলা দিয়ে বাইরের র্সূয্যের প্রথম আলো বিন্দু প্রবেশ করছে ঘরের ভিতর কিন্তু সেই আলোর ছটা আমার কাছে অম্যবসার অন্ধকারের মত মনে হচ্ছে।হঠাৎ আমার পাশে দিদিকে আর দেখতে পেলাম না।দিনের আলোর সাথে মিশে গেছে।আমি তখন বললাম দিদি তো এই অবস্হার জন্য যে যে দায়ি আমি কাউকে ছাড়বো না কথা দিলাম রে দিদি।এরপর আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম।এই বাড়ি কাজের লোক দরজা খুলছিল।আমাকে জিজ্ঞেসা করলো কোথাও বেড়াচ্ছে আমি ঠান্ডা মাথায় উওর দিলাম না না সামনে দিকে একটু হেঁটে আসছি।এই বলে বেড়িয়ে পড়লাম তারপর লোককে জিজ্ঞাসা করে গেলাম লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল থানায়।সেখানে সব জানাই তাদের এবং সাথে সাথে পুলিশ আমাকে নিয়ে আসেন দিদির শ্বশুর বাড়ি।এত সকালে পুলিশ আসতে দেখে পাড়া লোক আলোচনায় করতে শুরু করে দেয়।যাইহোক পুলিশ জিপটা যখন ইন্দ্রনীল ভবনের সামনে আসে দাঁড়ালো সাথে সাথে পাড়ার লোকে ভিড় জমে যায়।দরজা ধাক্কা দিতেই কাজে লোকটি বললেন বাবু আপনি আসছেন? এই কথাটা আমাকে বলতে বলতে কাজের লোকটি মাথা তুলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশকে দেখে ওর চক্ষুছানা বড়া হয়ে যায়।পুলিশ কাজের লোকটিকে ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে।ঘরে বসে চা খাচ্ছিলো রবীন্দ্র বাবু।তিনি বললেন এ.....এ কি? আপনারা বলা নেই কওয়া নেই এই ভাবে ঢুকে পড়ছেন একটি ভদ্রলোকের ঘরে।দারোগা বাবু আমাকে বললেন মেঘনাদ বাবু এবার বলুন বডি কোথায় পোতা হয়ে?আমি বললাম বাড়ির পিছনে পুকুর পাড়ে।রবীন্দ্র বাবু বাঁধা দিয়ে বললেন আপনি এভাবে যেতে পারেন না।দারোগা বাবু একটা কথা জবাব না দিয়ে তিনি সোজা পুকুর পাড়ে চলে যান।সেখানে কুকুরের সাহায্যে তিনি দিদির পুতে দেওয়া বডিটা পান।তবে সেটা এখন কঙ্কালে পরিনত হয়েছে।আমি ওটা দেখে মাটি বসে পড়ি।দারোগা বাবু আমার অবস্হা দেখে বললেন মেঘনাদ বাবু আপনি ভেঙে পড়লে চলবে একটু শক্ত হন।এরপর পুলিশ পুরো পরিবারকে আটক করেন।রবীন্দ্র বাবু পুলিশের জেরায় সব সত্যি কথা শিকার করেন তবে আসল অপরাধী কুনাল পলাতক।পুলিশের সাহায্যে দিদি বডিটি দাহ্য করে পরে দিন বাড়িতে ফিরে যাই।তারপর সব কথা মাকে বলতে হলো। মা নিজেকে সামলাতে পারলেন না আর ভীষন বড় আঘাত পান তিনি।বোনের ঠিক একই অবস্হা।দিদি শ্রাদ্ধ সাধি করতে হয় আমাকে।এই ভাবে আরো সাত বছর কেটে যায় আমার জীবনে তবে দিদি এরপর আর কখনো দেখা দেয়নি আমাকে।আসলে আপনজনদের হাতে জল পেয়েছে তাই ওর আত্মা শান্তি পেয়েছে।এই সাত বছরে আমাদের জীবনে অনেক পরির্বতন ঘটে যেমন ছোট বোনটির বিবাহ দিই।আমি নিজেও বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি।আমার একটা ছোট দুই বছরে ফুটফুটে মেয়ে আছে।আমি এখন খ্যাত-নামা ডাক্তার।পৃথিবী জোড়া নাম আমার।আমার এই ব্যস্ত জীবনে দিদিকে একটু হলেও ভুলে ভুলে যেতে পারিনি আর মা দিদির জন্য এখনো কাঁদে।

আরো দুইমাস পর.....

প্রতিদিনের মত সকাল সকাল উঠে গরম চায়ের হালকা চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজ পড়তে থাকি।টেলিফোন অনেকক্ষন বাজতে দেখে বললাম শঙ্কর এই শঙ্কর বলে ডাকতে থাকি।কারো কোন জবাব না পেয়ে বললাম সব গেল কোথায় একটা ফোন কখন থেকে বাজছে কারো কানে যায় না।বলে আমি গিয়ে ফোনটা ধরি।আমি হ্যালো বলতেই ফোনের ওপার থেকে ব্যাক্তিটি বললো লক্ষ্মীকান্তপুর থানা দারোগা এস.মিত্র বলছি।আমি বললাম হ্যাঁ বলুন মিস্টার মিত্র।এরপর তিনি যা বলেন তা শোনার পর আমার সারা শরীর অবশ হয়ে যায়।শিরা উপশিরা গুলো সব ছিঁড়ে যাওয়া অবস্হা হয়ে যায় আমার।আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না পাশে রাখা সোফায় বসে পড়লাম আর অঝরে ঘামতে লাগলাম।দরোগা কি বললেন জানেন???আমার দিদির স্বামী কুনাল দিদির খুন হওয়ার পর থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না।এখন তাকে পাওয়া গেছে তবে ইন্দ্রনীল ভবনের একটি গুদাম ঘর থেকে মৃত অবস্হায়।পুলিশের অনুমান এটা হত্যা কারণ কুনাল চন্দ্রকে বহুদিন ধরে এই ঘরে আটকে রাখা।এই কারণে আমরা এত খুঁজেও ওকে পাওয়া যায় নি ওকে।সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হল ওর এনিমিয়া রোগে মৃত্যু হয়।পোস্টমাডাম রিপোর্ট বলছে ওর শরীর থেকে দীর্ঘদিন ধরে রক্ত চোষা হয়েছে ঘাড়ের কাছে দুটি দাঁত বসানো ক্ষত চিহ্ন ও পাওয়া গেছে এইভাবে এনিমিয়া হয়ে মৃত্যু হয় কুনালের।দিদির মৃত্যুর মূল দোষী মারা গেছে ঠিকই তবুও খুশি হতে পারলাম না কারণ এই মৃত্যু কোন স্বাভাবিক ভাবে নয়।এই জন্য আমি চুপ করে কিছুক্ষন বসে থাকতে থাকতে চিন্তা করলাম এই যুগে পিশাচ।না না এ হতে পারে না কিন্তু মিস্টার মিত্র যে বললো গলায় কামড়ের দাগ আর এনিমিয়ায় মৃত্যু।আমি যত ভাবছি সব নয়-ছয় হয়ে যাচ্ছে।হঠ্যাৎ মনে মধ্যে এক ভয়ানক অনুভূতি জাগলো নিজের মৃত্যু বদলা নিতে এইভাবে হত্যা করলো তাহলে আশালতা????

সমাপ্ত